এক নজরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

পটভূমি: অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি :

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয় । অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং ষ্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল " কৃষি বাজার পরিদপ্তর "।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার "**অধিদপ্তর** " হিসেবে ঘোষনা করে।

রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপন, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলী (Functions): কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং, প্রয়োজনে, জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপার শপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

জনবলঃ

শ্রেনী	মোট	কর্মরত	শূণ্য
১ম	১১৮	৪১	৭৭
২য়	৪৫	-	৪৫
৩য়	৩৫৭	২১৮	১৩৯
৪র্থ	৩৪৯	১৭১	১৭৮
সর্বমোট	**৮৬৯**	**৪৩০**	**৪৩৯**

গ্রেড অনুযায়ী ১ম শ্রেণীর পদের বিন্যাস:

মহাপরিচালক (২য় গ্রেড)	প্রধান (৩য় গ্রেড)	পরিচালক (৪র্থ গ্রেড)	উপ-পরিচালক (৫ম গ্রেড)	সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (৭ম গ্রেড)	কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক/সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)/সহকারী

				প্রোগ্রামার (৬ষ্ঠ গ্রেড)		প্রোগ্রামার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা (গ্রেড-৯ম)
০১ জন	০১ জন	০২ জন	১২ জন	২৩ জন	০২ জন	৭৭ জন
মোট ১ম শ্রেণীর পদ সংখ্যা: ১১৮ জন						

অধিদপ্তরের অফিসের বিন্যাস:

সদর দপ্তর	বিভাগীয় অফিস (০৭টি)	জেলা পর্যায় অফিস(৬৪টি)	উপজেলা পর্যায় অফিস(০৪টি)
ঢাকার খামারবাড়ি-তে অবস্থিত	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, এবং রংপুর বিভাগীয় সদরে অবস্থিত	৬৪টি জেলার জেলা সদরে 'জেলা মার্কেটিং অফিস' হিসেবে অবস্থিত ।	লামা, পটিয়া, কাপ্তাই এবং রামগড় উপজেলায় অবস্থিত

প্রজ্ঞাপিত বাজার সংখ্যা:

বিভাগের নাম	**সাল**				
	২০১৪	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**
ঢাকা	২১৯	২৫০	২৫৩	২৫৩	২৬১
চট্টগ্রাম	২০৬	১৬৪	১৭৭	১৭৭	১৮১
রাজশাহী	১৮৫	১২০	১২০	১২০	১২০
খুলনা	১৯০	১৩৭	১৩৭	১৩৭	১৪৫
বরিশাল	-	৮৪	৯৭	৯৭	৯৭
সিলেট	-	৫৮	৫৮	৫৮	৬৩
রংপুর	-	৭৪	৮২	৮২	৮২
মোট	৮০০	৮৮৭	৯২৪	৯২৪	৯৪৯

রাজস্ব আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকা):

বিভাগ	**অর্থ বছর**					
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (ডিসেম্ব(/১৮ পর্যন্ত)
ঢাকা	৪৭.১৪	৫৩.০৬	৫৪.৪২	৫২.২৬	৫২.৯৯	২৩.৯৩
চট্টগ্রাম	৩৫.১১	৩৬.০৯	৪২.৮৪	৩৭.৩৬	৩৪.২৮	১৬.২৪
রাজশাহী	২১.৬৬	২৩.৩২	২৬.৫৫	২২.১০	২১.৯২	৯.৯৪
খুলনা	২৩.৮২	২৫.৩৪	২৬.২৬	২৩.১৫	২৩.৭২	১০.৭৭

বরিশাল	-	-	৫.৪৩	১৩.১২	১৩.০১	৭.০১
রংপুর	-	-	১.১৩	৬.২২	৮৪.০১	৪.৩৯
সিলেট	-	-	১.২৪	৭.৯৬	৮৩.১৪	৩.৬০
মোট	১২৭.৭৪	১৩৭.৮১	১৫৭.৮৭	১৬২.১৭	১৬২.৬৪	৭৫.৯০

বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন:

বাজারের সংখ্যা				
বিভাগ	কৃষক বাজার সংখ্যা	পাইকারী বাজার	সেন্ট্রাল মার্কেট	মোট
ঢাকা	-	০১	০১	০২
চট্টগ্রাম	-	০২	-	০২
রাজশাহী	৬০	১৬	-	৭৬
খুলনা	-	০২	-	০২
			সর্বমোট	৮২

বিপণন সহায়ক সুবিধা/অবকাঠামো:

জেলার নাম	সুবিধা/অবকাঠামোর নাম	সংখ্যা
ঢাকা, চট্টগাম, রাজশাহী, যশোর, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা, মাগুড়া, রংপুর ও চুয়াডাংগা	অফিস কাম ট্রেনিং ও প্রসেসিং সেন্টার	১২ টি
ঢাকা, নরসিংদী ও রাজশাহী বিভাগের ৭টি জেলা।	কুল চেম্বার	০৮ টি
ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেট	ট্রাক	০১ টি
	কুলভ্যান (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)	০৭ টি
	কুল চেম্বার	০৩ টি
সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায়	জিরো এনার্জি কুল চেম্বার	৩০টি
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ১১টি জেলা	আলু সংরক্ষণাগার	৪০টি
পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট	এসেম্বল সেন্টার	১৮টি

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম:

গুদাম সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা		
বিভাগ	চলমান গুদামের সংখ্যা	ধারন ক্ষমতা (মেঃ টন)
ঢাকা	২০	৫০০০
বরিশাল	০১	২৫০
রাজশাহী	৪৭	১৩১৩০
খুলনা	১৩	৩২৫০
মোট	৮১	১৮,৬৩০

গুদামে শস্য জমার পরিমান:

অর্থ বছর	শস্য জমার পরিমান (কুইন্টাল)
২০১০-১১	৯৫,৬০০
২০১১-১২	১,০৮,০৯০
২০১২-১৩	৯২,৬৮২
২০১৩-১৪	৬১,৬২৮
২০১৪-১৫	৫৮,০৫০
২০১৫-১৬	৮৫,০৬১
২০১৬-১৭	৩৭,৮২৭
২০১৭-১৮	৫০,০৫০
২০১৮-১৯ (ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত)	১৬,৮৯৬

শস্য গুদাম কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারী কৃষক সংখ্যা ও ঋণ বিতরণ:

অর্থ বছর	কৃষক সংখ্যা (জন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)
২০১০-১১	৯৮৩২	১৫৮৮.৭২
২০১১-১২	৯৫২৩	১৭১৬.৯১
২০১২-১৩	৬৫১৯	১৮৮৬.০৮
২০১৩-১৪	৫৪২৪	১৪০৩.০৭
২০১৪-১৫	৫৩৯৯	৬৩৯.২৭
২০১৫-১৬	৬৯৯৫	১০১৮.২৬
২০১৬-১৭	৩৩৯৯	৪৬৯.৮০
২০১৭-১৮	৪৩৮৮	৭০২.১১
২০১৮-১৯ (ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত)	১০৭৩	৮৫.০৬

<u>কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বর্তমান ও প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ কার্যক্রমসমূহ:</u>

ক্রঃ নং	অধিদপ্তরের বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	বর্তমানে সম্পাদিত কার্যাবলী	অধিদপ্তরের পুণর্গঠন ও লোকবল বৃদ্ধি পেলে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম
১।	যাবতীয় কৃষিপণ্যের বাজার দর, পণ্যের সরবরাহ ও মজুতের তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার।	• স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা বর্তমানে ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা সদর বাজার হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ২৬১ টি কৃষিপণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর সংগ্রহ ও compile করে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক Data sheet তৈরী করা হচ্ছে। • ১২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট হতে পাক্ষিক ভিত্তিতে ১৫৬টি কৃষিপণ্যের কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর সংগ্রহ এবং মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে Data sheet তৈরী করা হচ্ছে। • দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৮ টি জেলার ১৬ টি Assemble market হতে মৌসুম ভিত্তিক কৃষিপণ্যের বাজার দর সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে নিয়মিতভাবে প্রেরণ ও প্রচার করা হচ্ছে। • সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত মূল্য প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি সংস্থা এবং চাহিদার ভিত্তিতে Stake holder এর নিকট প্রেরণ এবং website এর মাধ্যমে প্রচার ও প্রচারণা অব্যাহত আছে।	• মূল্য ভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য Representative বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে Retail এবং Whole sale Price সংগ্রহের জন্য ৪০০টি এবং Growers Price তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০০ বাজারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • নির্ধারিত বাজার হতে কৃষিপণ্যের Assemble উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি প্রণয়ন ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।। • Agricultural Price index এর উন্নয়নের জন্য প্রথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • পর্যায়ক্রমে বাজার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বাজার ভিত্তিক কৃষিপণ্যের মূল্য, সরবরাহ ও মজুত এর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচার ও সংরক্ষণ করা হবে। • উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২।	• বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান। • নিয়মিতভাবে বাজার দর মনিটর করা।	• ৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঢাকার ০৫টি পাইকারী বাজার ও ৩টি খুচরা বাজার হতে ৮৩টি কৃষিপণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর সংগ্রহ করে দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশ করা হয়। • জেলা পর্যায়ে কর্মরত বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা বাজার মনিটরিং টিম এর সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। • বাজার পরিদর্শন কালে পণ্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্যের অত্যাধিক হ্রাস/বৃদ্ধি হলে তার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা।	• জনবল বৃদ্ধি সাপেক্ষে অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মকর্তা দ্বারা মনিটরিং টিম গঠন এবং নিজস্ব টিমের মাধ্যমে বাজার মনিটরিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য বিপণনে ব্যবস্থা জোরদার করণ। • জেলা পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি পেলে মার্কেটিং অফিস এককভাবে মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনে সক্ষম হবে। • অধিদপ্তরের নিজস্ব মনিটরিং টিম এর মাধ্যমে মনিটরিং ভিজিট এর সংখ্যা দ্বিগুন করা এবং মনিটরিং কার্যে ICT এর প্রয়োগ করা হবে।

		• রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট বিভাগীয় বাজার হতে দৈনিক ভিত্তিতে বাজার পরিদর্শন ও বাজার দর প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রকাশ করা হয়। • প্রতিটি জেলা সদর বাজার হতে দৈনিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজারদর সংগ্রহ করে web site এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।	• মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য বিপণনে প্রান্তিক চাষীদের সহায়তা প্রদান করা হবে। • দৈনন্দিন বাজার মূল্য প্রদানের মাধ্যমে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
৩।	• অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমূখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরূপণ। • ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপন ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপন করা।	• বর্তমানে ধান, চাল, আলু, গমসহ তামাক ফসলের চাহিদা-যোগান ও মূল্যের প্রক্ষেপণ প্রাথমিক পর্যায়ে করা হয়। তবে উপযুক্ত সংখ্যক লোকবল না থাকায় অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে তা পর্যাপ্ত ভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। • কৃষিপণ্যের উৎপাদন, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপনের বিষয়ে প্রকল্প ভিত্তিক সার্ভে অনুষ্ঠান ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	• পিঁয়াজ, টমেটো, ভূট্টা ও পানসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। • কৃষিপণ্যের উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের পক্ষেপণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও কার্যক্রম শুরু করা হবে। • ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান ও সম্ভাব্য বাজার মূল্যের পক্ষেপণ পদ্ধতি উন্নয়ন করা হবে। • উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও চাহিদা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হলে সম্ভাব্য বাজার মূল্য পূর্বেই Forecasting করা সম্ভব হবে।
৪।	বাণিজ্যিক কৃষি তথা কৃষি ব্যবসার প্রসারকল্পে উৎপাদক ও উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা দান করা।	• কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (BADP) প্রকল্পের আওতায় ৩৩৪৩২ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের মাঝে ২৫৮.৮৯ কোটি টাকা ঋন বিতরব করা হয়েছে যার কার্যক্রম ২০১৭ সালে সমাপ্ত হয়েছে। • উপযুক্ত সংখ্যক লোকবল না থাকা এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে রাজস্বখাতের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।	• SFG (Small Farmer's Group) এবং FMG (Farmer's Marketing Group) সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান। এবং নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থ্যার সাথে সম্পৃক্ত করণ। • কৃষি ব্যবসার সুযোগ ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য নিয়মিতভাবে গবেষণা, বাজার সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। • কৃষি ব্যবসায় সম্ভাবনাসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। • নিয়মিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

			Marketing Credit Scheme পরিচালনা করা হবে। • FMG সমূহকে MKT Credit এর সহায়তা প্রদান করা হবে। • প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কাম One Stop MKT support Center চালূ করা হবে।
৫।	• কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, রপ্তানীকারক, সুপারসপ, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তার সংগে কৃষক বিপণন দলের সরাসরি সংযোগ স্থাপন। • উৎপাদনকারী-ভোক্তা, সুপারসপ ও প্রক্রিয়াজাতকারীর মধ্যে স্থিতিশীল (Sustainable) সংযোগ স্থাপন ও বিপণনে সহায়তা দান	• কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রায় ৫০,৯০১ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, আড়তদার, কমিশন এজেন্টসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া কৃষক, ব্যবসায়ী সমন্বয়ে ১৭৩০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। • তাছাড়া রপ্তানীকারক, সুপারসপ ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত আছে। তথ্য সংগ্রহ সমাপ্ত হলে আন্ত:পক্ষ সভার মাধ্যমে পণ্যের সরবরাহ (Supply chain) ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। • উৎপাদনকারী, ভোক্তা, সুপারসপ ও প্রক্রিয়াজাতকারীর মধ্যে স্থিতিশীল সংযোগ স্থাপন এবং মূল্য সংযোজন (Value addition) কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে।	• FMG এবং রপ্তানীকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী ও সুপারশপসমূহের সাথে Stakeholder Consultation এর আয়োজন করা হবে। প্রাথমিকভাবে বছরে ২টি করে করা হবে। • FMG এবং রপ্তানীকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী ও সুপারশপসমূহের মধ্যে MOU সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে বাজার সংযোগ (Market Linkage) করা হবে। • জনবলের স্বল্পতার কারনে কর্মসূচীর আওতায় অতি সীমিত আকারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপযুক্ত সংখ্যক জনবল পাওয়া গেলে রাজস্ব খাতে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
০৬।	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং কৃষি ভিত্তিক	• বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার যথেষ্ঠ প্রসার লাভ করেছে। সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রয়াস	• এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য Value Chain Study সম্পন্ন করা হবে। • জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের

	শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করা	অব্যাহত রেখেছে। • সমাপ্ত BADP প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৩৩,০০০ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, পোলট্রি ও চাল ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের সাথে সংযোগ রক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান অব্যাহত আছে। • সমাপ্ত BADP প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু Sub-sector বিশেষ করে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ ও পোল্ট্রি সেক্টরের Value chain উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় জনবলের অভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে না।	জন্য Comprehensive Commodity chain Analysis সম্পন্ন করা হবে। • Study সমূহের ফলাফল জাতীয় পর্যায়ের Seminar এর মাধ্যমে Stakeholder গণকে জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। • Value Chain এবং CCA Study সমূহের আলোকে Value Chain Development এর উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।
০৭।	চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন ও বিপণন এবং সমবায় ভিত্তিক বিপণন সহায়তা প্রদান করা।	• বর্তমানে তামাক এর চুক্তিভিত্তিক চাষ ও বিপণন সহায়তা দেয়া হয়। তবে উপযুক্ত জনবল না থাকায় অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়া সম্ভব হয় না। • প্রকল্পের আওতায় FMG (Farmer's Marketing Group) গঠনের মাধ্যমে সীমিত আকারে সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। • চুক্তি ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা চালু ও অব্যাহত রাখার জন্য মাঠ পর্যায় তথা উপজেলা পর্যায়ে জনবল থাকা একান্ত প্রয়োজন। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের Setup অত্যন্ত দূর্বল থাকায় মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।	• কৃষি বিপণন আইন ২০১৮-এ উল্লেখিত চুক্তি ভিত্তিক বিপণন এবং সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার নীতিগত কাঠামো উন্নয়ন এবং কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। • অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল যেমন ভুট্টা, আলু তেল বীজ, ডাল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসল চুক্তি ভিত্তিক চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।
০৮।	ব্যবসায়ী ও পরিবহন সংস্থার সহায়তায় উৎপাদন এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় দ্রুত পণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা	• কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটে ১টি মিনি ট্রাক ও ৭টি কুলভ্যান রয়েছে। এ সকল যানবাহনের মাধ্যমে সীমিত আকারে পণ্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। • উপযুক্ত জনবল পাওয়া গেলে এ বিষয়ক কর্মকান্ড আরও বিস্তৃত পরিসরে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	• প্রাথমিকভাবে প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং ঘাটতি এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টাডি সম্পন্ন করা হবে। • কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণ পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বেসরকারী পরিবহন সংস্থা/আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় করা হবে। • Supply Chain এর কার্যকর

			পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
০৯।	কৃষক বিপণন দল (FMG) গঠনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান ।	• সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনে বর্তমানে প্রকল্প/কর্মসূচী সহায়তায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৭৩০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে । • সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলন ও তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে মাঠ পর্যায়ের সাথে কৃষক বিপণন দলের সংযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং ঢাকার গাবতলীতে স্থাপিত সেন্ট্রাল মার্কেটে কিছু কিছু কৃষিপণ্যের বিপণন শুরু হয়েছে।	• নুতন FMG গঠনের জন্য এলাকা নির্বাচনের জন্য প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। • নিয়মিত ভাবে নুতন নুতন এলাকায় FMG গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং তাদের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে সহায়তা প্রদান করা হবে। • FMG সমূহের সাথে Export Market Link প্রতিষ্ঠার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। • মাঠপর্যায় তথ্য উপজেলা পর্যন্ত জনবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট পাওয়া গেলে। সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।
১০।	প্রধান প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে (Minimum Suporte Price) সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা।	• বর্তমানে ধান, চাল, গম ও তামাকের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে তবে তা পর্যাপ্ত নয়।	• প্রধান প্রধান ফসলের নিয়মিত Cost of Production নির্ধারণ করা, মূল্য বিস্তৃতি ও বিপণন ব্যয় হ্রাসের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। • আর্ন্তজাতিক বাজার পরিস্থিতির আলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ Policy Recommendation দেয়া হবে। • নূন্যতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারন ও প্রচারে আরও নূতন নূতন পণ্য অর্ন্তভূক্তকরণে ও Price forecasting সংক্রান্ত কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা।
১১।	গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও উৎপাদন এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা।	• প্রকল্প সহায়তায় দেশে এ পর্যন্ত ১টি সেন্ট্রাল মার্কেট, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি খুচরা বাজার, ১৮টি এসেম্বম সেন্টার অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল বাজারে ইতোমধ্যে কৃষিপণ্য বিপণন অব্যাহত আছে এবং ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটের সাথে সংযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। • কৃষক/ব্যবসায়ী/রপ্তানীকারক প্রক্রিয়াজাতকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, যশোর, নরসিংদী, পঞ্চগড়, খুলনা,	• কৃষি বাজার সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রাখা এবং প্রয়োজনীয়তার নীরিখে নুতন বাজার অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। • Agricultural Market সমূহের GIS Map উন্নয়ন এবং সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

		মাগুরা ও সিলেট জেলায় ১১ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। • তাছাড়া এ অধিদপ্তরের আওতায় ৯৪৯ টি প্রজ্ঞাপিত পাইকারী বাজার এর ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ীদের গ্রেডিং, প্যাকেজিং, মূল্য সংযোজন ও প্রসেসিং পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	
১২।	মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির স্বীকার না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশ ব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	• কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের সর্বমোট ১৮,৬৩০ মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন গুদামের মাধ্যমে সারা দেশে শস্য জমা ও ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহনের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। • এই কার্যক্রমের আওতায় বিগত ১০ বছরে ৫২,৩১৬ জন কৃষক ৬০,২৮৫ মে: টন খাদ্য শস্য ও বীজ গুদামে সংরক্ষণ করে তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে ৯৪.৪৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহন করে। এই ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৮-১০০ ভাগ পর্যন্ত। • উপযুক্ত সংখ্যক জনবলের অভাবে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।	কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুসারে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণে সারদেশে গুদাম ও হিমাগার সমূহের লাইসেন্স প্রদান, তদারকি ও পরিবীক্ষন কার্য পরিচালনার নিমিত্ত বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে।
১৩।	কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের গুণগতমান রক্ষায় গ্রেডিং, প্যাকেজিং, মেয়াদ, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি বিষয় মনিটর করা।	• বাজার মনিটরিংকালে পণ্যের গুণগত মান, প্যাকেজিং, পণ্যের মেয়াদ কাল, বিক্রয়মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে রাজস্ব ও প্রকল্প/কর্মসুচী সংশ্লিষ্ট খাত হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সীমিত আকারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • উপযুক্ত জনবল পাওয়া গেলে রাজস্বখাতের বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।	• দেশে উৎপাদিত পণ্যের গ্রেডিং প্রয়োজনীয়তার ওপর Baseline Study সম্পন্ন করা হবে। • MMC(Market Management Committee) সমূহের গ্রেডিং ও প্যাকেজিং বিষয়ক Capacity উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান বৃদ্ধি করা হবে। • কৃষক এবং ব্যবসায়ীগণের Capacity উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান বৃদ্ধি করা হবে। • বিশ্বে প্রচলিত কৃষিপণ্যের Certification System সংক্রান্ত ষ্টাডি সম্পন্ন করা হবে। • আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য/

			কৃষিজাতপণ্য রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের প্রমিতকরণ (Standardigation) নির্ধারণ করা হবে।
১৪।	সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধ (Post harvest loss) হ্রাস করা।	• উৎপাদনের পর দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ২৫-৪৫ ভাগ পর্যন্ত অপচয় হয়ে থাকে। এ ক্ষতির পরিমান ১০-২০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস করা গেলে কৃষেকের আয় ১৯% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। • অদ্দিদপ্তরের আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাদের শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়সহ মূল্য সগযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	• বিশ্বে প্রচলিত কৃষিপণ্যের বিভিন্ন সার্টিফিকেশন সিষ্টেম এর সাথে দেশের কৃষিপণ্যের উৎপাদক/ উদ্যোক্তাগণের সংযোগ স্থাপন করা হবে। • এ অধিদপ্তরের আওতায় অঞ্চল ভিত্তিক ১১টি প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জনবল স্বল্পতার কারনে রাজস্বখাতের আওতায় এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছেনা। পর্যাপ্ত জনবল পাওয়া গেলে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ফসলের অপচয় ১০ ভাগে নামিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১৫।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিদ্যমান কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ প্রতিপালন করা। বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ (সংশোধিত-১৯৮৫)-এর	• জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan Act No. IX of 1964) (সংশোধিত-১৯৮৫) এবং Warehouses Ordinance, 1959 (East Pakistan Ordinance No. LXVI of 1959), রহিত করা হয়েছে। • উক্ত আইনের আলোকে যাবতীয় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে সমাদনের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। • উপযুক্ত জনবলের অভাবে এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে।	• কৃষি বিপণন আইন-২০১৮এর বিধিমালা প্রণয়ন। • আইনের কার্যকরী প্রতিপালন আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হবে। • আইনের প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৬।	• বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপার শপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান,	• বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম সীমিত আকারে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকাসহ সারা দেশে এই কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	• প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা ও নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। • Trace Detection এর জন্য Available Technology

	নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান • কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ	• উপযুক্ত জনবলের অভাব ও লজিষ্টিক সাপোর্টের অভাবে এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। • নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমানে প্রকল্প/কর্মসুচীর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। • উপযুক্ত জনবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট পাওয়া গেলে এই কার্যক্রম সারা দেশ ব্যাপী ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।	অনুসন্ধান করা হবে। • Technical Support প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। • প্রচারণা এবং এ বিষয়ক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি ও মনিটরিং জোড়দার করা হবে। • Testing Lab উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্প:

- **সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প**

০১. বাস্তবায়নকরী সংস্থা : ক)কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি)
খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

০২. বাস্তবায়নকাল : ১ মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯

০৩. প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

০৪. অর্থায়নের উৎস : জিওবি

০৫. প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে কাংখিত সংযোগ স্থাপন করা।
(খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
(গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
(ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।

০৬. প্রকল্প এলাকা : ১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা।

- **স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)**

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	**স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)**
২।	বাস্ত্মবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
	সহযোগী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিপ্তর (ডিএএম)
৩।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়
৪।	প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত্ম
৫।	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	ক) জিওবি : ৪,৬২৭.৭২ লক্ষ টাকা। খ) প্রকল্প সাহায্য : ১৫,৫৮৩.৪০ লক্ষ টাকা। গ) মোট ব্যয় : ২০,২১১.১২ লক্ষ টাকা।
৬।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	জলবায়ূ পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে চাহিদা ভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্রতা আনায়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার স্থায়ীমান উন্নয়নই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ ক) উচ্চ মূল্য ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ; খ) বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ; গ) কর্তনোত্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি; ঘ) ভ্যালুচেইনের বিভিন্ন স্তরে ফুড সেফটি ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়ন। ঙ) কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- **বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান প্রকল্প।**

০১.	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	:	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান প্রকল্প।
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	১লা অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৪৯৮৯.০০
০৫.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	৪৯৮৯.০০ জিওবি

০৬. প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ক) মার্কেট কেন্দ্রিক ফার্মারস মার্কেটিং গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ফুলের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

খ) ফুল বিপণনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মধ্যসত্বভোগী সত্মর কমানো।

গ) আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো (এসেম্বল সেন্টার) নির্মাণ করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফুলের ক্রয়-বিক্রয়ের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) ফুল বিপণনের বিভিন্ন মূল্য সংযোজনমূলক কার্যাবলী, গ্রেডিং, বাছাইকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ, প্যাকিং ও সাময়িক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে ফুল রপ্তানী সম্প্রসারণ করা।

ঙ) ফুলের বীজ (কর্ম/কর্মমেল) সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার/কোল্ড স্টোর স্থাপনের মাধ্যমে বীজের মান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।

চ) Value chain, Supply chain এর ধারনার প্রয়োগ সহ সংশিস্নষ্টদের কৃষি ব্যবসায়ে আগ্রহী করে তোলা; সংশিস্নষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

০৭. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষিরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাচিত ২০টি উপজেলা

প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পঃ

- **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প**

০১. প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

০৩. বাস্তবায়নকাল : ১লা ফেব্রুয়ারি/১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত

০৪. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ১৭৩০০.০০

০৫. অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) : ১৭৩০০.০০ জিওবি

০৬. প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে

সহায়তাকরণ;
খ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি;
গ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা;
ঘ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
ঙ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চলমান কর্মসূচীঃ

১) ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচীঃ

০১.	**কর্মসূচী'র নাম**	:	ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী।
০২.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	**বাস্তবায়নকাল**	:	জুলাই,২০১৬ হতে ৩০ জুন,২০১৯ পর্যন্ত।
০৪.	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	:	মোট- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা
০৫.	**অর্থায়নের উৎস**	:	জিওবি- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা
০৬.	**কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীঃ**	:	(১) কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা। (২) প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। (৩) কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। (৪) শাক-সব্জী ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post harvest loss) কমানো। (৫) কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানীকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্থাপন করা।

(৬) কর্মসূচী এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।
(৭) কর্মসূচী এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সব্জি (বিশেষ করে মিশ্র সব্জি ও সালাদ বিভিন্ন ধরণের পাতাযুক্ত শাক-সব্জি, কচুর লতি) ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার সুপার শপগুলোতে সরবরাহের নিমিত্ত বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।
(৮) বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রাসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

০৭. **কর্মসূচী এলাকা** : ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর।

(২) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচীঃ

০১.	কর্মসূচীর নাম	:	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই,২০১৭ হতে ৩০ জুন,২০২০ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়নের উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৬.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ; ২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত computer hardwar এবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ; ৩) মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবারহ ব্যবস্থার প্রচলন ; ৪)online ভিত্তিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ; ৫) আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন ; ৬) বর্তমান ওয়েব-সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ; ও ৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা

প্রদান।

০৭. কর্মসূচী এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

অধিদপ্তরের আওতায় নতুন কর্মসূচীঃ

১) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচিঃ

০১.	কর্মসূচির নাম	:	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
০২.	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা		কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
০৩.	কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১
০৪.	কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৪.০০
০৫.	কর্মসূচির উদ্দেশ্য	:	গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসাবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ ১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা; ২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা; ৩। কাঁঠালের ব্যবহার বহুমূখীকরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা; ৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা ; ৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসার মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ; ৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ঘটানো।
০৬.	প্রস্তাবিত কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ		ক) কাঁঠাল অধিক উৎপাদনকারী ০৫ জেলার প্রতি জেলায় ২০টি করে মোট ১০০টি গ্রুপ গঠন করা। প্রতিগ্রুপে সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। গ্রুপভূক্ত মোট কৃষকের সংখ্যা হবে ১,৫০০ জন। খ) গ্রুপভূক্ত ১,৫০০ জন কাঁঠাল চাষীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ বিপণন কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণে কারিগরী

			সহায়তা প্রদান। ঘ) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত অধিদপ্তরের অফিস কাম প্রসেসিং সেন্টারে ০৪টি (ঢাকা, নরসিংদী, রংপুর ও সিলেট জেলায়) কাঁঠাল ডিহাইড্রেশন প্লান্ট স্থাপন । ঙ) বাজার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (বিজ্ঞাপন, প্রচার, প্রসারমূলক কার্যক্রম)। বিপণন সমস্যার সমাধান, আন্তসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন।
০৭.	প্রস্তাবিত কর্মসূচি কোন কোন এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে	:	কাঁঠাল অধিক উৎপাদনকারী ০৫ জেলা যেমনঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, রংপুর এবং রাঙ্গামাটি।